ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪৪৫৭

শ্রী শ্যামল ব্যানার্জি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য - শ্রী সুবীর সান্যাল

শ্রী নয়ন রক্ষিত

রাজ্যের জন্য - শ্রী এন. সি. ভট্টাচার্য

শ্রীমতি সুজাতা ঘোষ

২ নং উত্তরদাতার জন্যঃ শ্রী শিবচন্দ্র প্রসাদ

শুনানী- **২০২৩ সালের ১০ আগস্ট**

রায়- **২০২৩ সালের ৩রা অক্টোবর**

<u>বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী-</u>

১. আবেদনকারী নিজেকে মেসার্স টেক্সটাইল কনজিউমার সোসাইটির নাম এবং স্টাইলে পরিচালিত একটি ব্যবসার মালিক বলে দাবি করেন। আবেদনকারীর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৩ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের অধীনে নিবন্ধিত। আবেদনকারীর মামলা হল যে, আবেদনকারী ১৯৯৫ সালে ৩ জন কর্মচারী নিয়ে তার ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তবে সময়ের সাথে সাথে তা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আবেদনকারীর মতে, কখনও কখনও জানুয়ারী, ২০১২ সালে আবেদনকারী বিবাদী নং ৪ কর্তৃক জারি করা একটি চিঠি পেয়েছিলেন, যেখানে ১৮ই জানুয়ারী, ২০১২ তারিখের দুটি একাধিক ক্রোকের আদেশের ভিত্তিতে আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং অ্যাক্সিস ব্যাংকে রক্ষিত আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সংযুক্ত করা হয়েছিল। ক্রোকের উপরোক্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে, এই মাননীয় আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল, যা ২০১২ সালের WP 4779 (W) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

২. ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের এক আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, আবেদনকারীকে কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন, ১৯৪৮ (এরপরে "উল্লিখিত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৪৫AA এর অর্থের মধ্যে আপিল দায়ের করার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ২০ জুন, ২০১১ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে, যা বিবাদীদের উপ-পরিচালক কর্তৃক উক্ত আইনের ধারা ৪৫A এর অধীনে প্রদত্ত হয়েছিল।

৩ আবেদনকারীর অনুরোধে এবং সংশোধনের জন্য একটি আবেদনের ভিত্তিতে, যা ২০১৩ সালের সিএএন ১৬৬১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল, এই মাননীয় আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ ১৩ আগস্ট, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ১৯৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের আদেশটি সংশোধন করতে রাজি হয়েছিল, যার ফলে আবেদনকারীকে যথাযথ ফোরামের সামনে সমস্ত বিষয় আন্দোলন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

৪. সংরক্ষিত পূর্বোক্ত স্বাধীনতা অনুসারে, আবেদনকারীর ছিল কর্মচারীদের রাজ্য বীমা আদালতে পাঠানো হয়েছে (সংক্ষেপে"

ই. আই. কোর্ট") উক্ত আইনের ৭৫ (১) ধারার অধীনে, যা ২০১২ সালের দরপত্র মামলা নং ১৫১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানিতে ই. আই. আদালত ১০ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উত্তরদাতাদের কভারেজের বিন্দুতে নতুন করে রায় দেওয়ার এবং তারপরে পরিস্থিতি আদৌ দেখা দিলে অবদানের বিন্দু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে উক্ত দরপত্র মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরে খুশি হয়েছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়ে আবেদনকারীকে আরও নির্দেশ দিয়ে, এই ধরনের শুনানিতে সহযোগিতা করার এবং শুনানি অফিসারের সামনে উপস্থিতি রেজিস্টার, বেতন/মজুরি রেজিস্টার, ব্যালেন্স শীট, বিল ভাউচার ইত্যাদি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।এতে আরও বলা হয়েছে যে, কর্পোরেশন কর্তৃক উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ শুনানী আধিকারিকের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করে, ই. আই. আদালতও, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত আইনের ৪৯৫এ ধারার অধীনে ২০শে জুন, ২০১১ তারিখের আদেশটি বাতিল করতে সম্মত হয়েছে।

৫. ফলস্বরূপ, ই.এস.আই. কর্পোরেশনের উপ-পরিচালক কর্তৃক একটি কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে লিখিতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে, আবেদনকারীকে ১০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে শুনানির বিষয়ে অবহিত করা হয়। নোটিশ সত্ত্বেও, আবেদনকারী উক্ত তারিখে উপস্থিত হননি, বরং প্রাসঙ্গিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য আরও কিছু সময় প্রয়োজন বলে দাবি করে একটি চিঠি জমা দেন।

৬. আবেদনকারীর অনুরোধে, ২৯শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে তাকে শুনানির আরেকটি সুযোগ দেওয়া হয় এবং ২৮শে আগস্ট, ২০১৮ তারিখে লিখিতভাবে তাকে একই তথ্য জানানো হয়। যদিও আবেদনকারী ২৯শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তার সামনে হাজির হন, তিনি কোনও রেকর্ড উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। তাকে আরেকটি সুযোগ প্রদানের জন্য, শুনানি স্থগিত করা হয় এবং শুনানির পরবর্তী তারিখ ২৭শে নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উপরোক্ত তারিখে, আবেদনকারীর প্রতিনিধি অনিল সরকার অনুমোদিত কর্মকর্তার সামনে উপস্থিত হন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি কোনও রেকর্ড উপস্থাপন করেননি এবং অন্য একটি তারিখের জন্য অনুরোধ করেন। অতএব, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে আবেদনকারীকে আরও একটি সুযোগ দেওয়া হয় এবং ৪ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে তা জানানো হয়। যদিও আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত কর্মকর্তার সামনে করা হয়েছিল, আবেদনকারী কোনও নথি উপস্থাপন করেননি।

৭. উপরে উল্লিখিত তথ্য এবং উপলব্ধ রেকর্ডের ভিত্তিতে, E.S.I. কর্পোরেশনের উপ-পরিচালক ৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের আদেশে, মে, ২০০৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য ৪১ জন ব্যক্তির জন্য অনুমিত মজুরি নির্ধারণ করেছেন এবং আবেদনকারীর প্রদেয় অবদান মে, ২০০৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য ৭,৯৫,১৭০/- টাকা ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন।

৮. আবেদনকারী উক্ত আদেশটি মেনে নেননি। পরিবর্তে, উক্ত আইনের ৭৫ (১) ধারার অধীনে ই. আই আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যার মধ্যে নিষেধাজ্ঞার আবেদন এবং বাধ্যতামূলক প্রাক-জমা মওকুফের আবেদন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৮শে জানুয়ারী, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ই. আই আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পরবর্তী তারিখের মধ্যে উক্ত আইনের ৭৫ (২বি) ধারার অধীনে দাবি করা অর্থের ২৫ শতাংশ জমা সাপেক্ষে স্থগিতাদেশের একটি শর্তাধীন আদেশ পাস করতে সম্মত হয়েছিল। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ জমা করতে ব্যর্থ হলে মামলাটি খারিজ হয়ে যাবে।

৯. এটি প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী এই ধরনের শর্তাধীন আদেশ মেনে চলেননি এবং এর বিপরীতে এই আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এটিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ৫ মার্চ, ২০১৯,১২% জুলাই, ২০১৯ ৩০ জুলাই, ২০১৯ এবং ২৮৮ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখের আদেশগুলিকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে, ২ মার্চ, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ বিষয়টি আরও বিবেচনার জন্য ৮ মার্চ, ২০২১-এ ০২.০০ অপরাহ্ন নির্ধারণ করেছিল, যাতে আদালতকে আলোকিত করার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নির্দিষ্ট আবেদনটি হতে হবে কিনা

শুনানিতে পাওয়া গেছে যে, ২০২০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২৫ শতাংশ অর্থ প্রদানের বিষয়টি এখনও বিচারাধীন ছিল কি না। ২০২১ সালের ৮ই মার্চ যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল, তখন ই. এস. আই কর্পোরেশনের পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি, এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৫ই মার্চ, ২০১৯,১২শে জুলাই, ২০১৯ এবং ৩০শে জুলাই, ২০১৯-এর আদেশ ১০ সপ্তাহের জন্য স্থগিত রেখে সন্তোষ প্রকাশ করে, হলফনামা বিনিময়ের জন্য নির্দেশও জারি করে। হলফনামা বিনিময়ের পরে, উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনার জন্য এসেছে।

১০. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সান্যাল ১০ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এই ধরনের আদেশের মাধ্যমে ই. আই. আদালত কর্পোরেশনকে প্রথমে আবেদনকারীর কভারেজের বিষয়টি নিশ্চিত করার এবং তারপরে আবেদনকারীর দ্বারা প্রদেয় অবদানগুলি মূল্যায়ন করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে, যদি সুযোগ আসে। এই নির্দেশটি মেনে না গিয়ে এবং আবেদনকারী উক্ত আইনের আওতায় রয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত না করে ৩ নং উত্তরদাতা আবেদনকারীর দ্বারা প্রদেয় অবদানের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ৩ নং উত্তরদাতা দ্বারা গৃহীত উপরোক্ত পদ্ধতিটি ন্যূনতম বলতে গেলে অনিয়মিত।

১১. যে কোনও ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা গৃহীত আদেশটি দেখাবে যে এটি অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করেএবং রেকর্ডের ভিত্তিতে নয়। শ্রী সান্যালের মতে, না

আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রকৃত সংখ্যা চিহ্নিত না করে উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারত। যে কোনও ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা ধরে নিয়ে কোনও নির্ধারণ করা যেত না। অনুমানের ভিত্তিতে করা নির্ধারণ ই. আই. আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দিষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী। এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীর আচরণ অপ্রাসঙ্গিক, যদি আবেদনকারী নথিগুলি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর কাছে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া, নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে, এবং অনুমানের ভিত্তিতে এগিয়ে না যাওয়া উত্তরদাতা নং ৩-এর কাজতার যুক্তির সমর্থনে, শ্রী সান্যাল **ই. এস. আই. কর্পোরেশন বনাম সি. সি. শান্তকুমারের** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা **(২০০৭) ১ এস. সি. সি ৫৮৪**-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা গৃহীত আদেশটি খারাপ এবং এই আদালত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে এই জাতীয় বিষয়টির সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, কারণ রিট পিটিশনটি ই. আই আদালত কর্তৃক ২৮ জানুয়ারী, ২০২২-এর আদেশের চ্যালেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বর্ণিত তথ্য অনুসারে, তিনি দাখিল করেছেন যে কর্পোরেশন কর্তৃক করা পরিণামস্বরূপ দাবি সহ ৫ই মার্চ, ২০১৯ তারিখের আদেশ বাতিল করা উচিত।

১২. অন্যদিকে, ই. এস. আই কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী প্রসাদ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর্পোরেশনের দায়ের করা হলফনামা সহ, এই মামলার নথির মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে গেছেন। ১৯৯৪ সালের ২২শে মার্চ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক পরিদর্শনের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে ১৯৯৪ সালেই ২৩ জন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। সমস্ত নথির সম্পূর্ণ পরিদর্শন সম্ভব ছিল না যেহেতু পরিদর্শকদের তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আরও পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠানটিকে উক্ত আইনের বিধানগুলির আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছ ২০১৮ সালের ১০ই এপ্রিল ই. আই. আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে বারবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী সেই সুযোগটি গ্রহণ করেননি। আবেদনকারী রেকর্ডগুলি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আবেদনকারী ব্যালেন্স-শীট এবং অন্যান্য রেকর্ডও উপস্থাপন করেননি। এই পরিস্থিতিতে এবং প্রকৃত রেকর্ডের অনুপস্থিতিতে, উত্তরদাতা নং ৩- ২০০৬ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১০-এর মধ্যে সময়কালের জন্য অনুমিত মজুরি বিবেচনা করেছিলেন এবং আবেদনকারী কর্তৃক প্রদেয় পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন।আবেদনকারী অর্থ প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং এর বিপরীতে

২০১৯ সালের ৫৭ নং দরপত্র মামলা হিসেবে নিবন্ধিত ই.আই. আদালতে আবেদন দাখিল করে উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। ই.আই. আদালত, আবেদনকারীর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ব-আমানত মওকুফের আবেদনের শুনানি করার সময়, আবেদনকারীকে পরবর্তী তারিখে বা তার আগে উক্ত আইনের ৭৫(২বি) ধারার অধীনে দাবিকৃত পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পূর্ব-আদেশটিতে কোনও অনিয়ম নেই, আবেদনকারী উক্ত নির্দেশনা মেনে চলেননি বরং বর্তমান রিট আবেদন দাখিল করেছেন। বর্তমান রিট আবেদনটি আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং এটি খারিজ করা উচিত।

১৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সাল থেকে আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করা হয়েছিল। সময়ে সময়ে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও, আবেদনকারী চাঁদা প্রদানের জন্য নির্দেশাবলী মেনে না চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম পরিদর্শনের তারিখ থেকে প্রায় দুই দশক পরে যখন আবেদনকারীর আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং অ্যাক্সিস ব্যাংকে রক্ষিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করে সংযুক্তির আদেশ কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তখন আবেদনকারী একই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা ২০১২ সালের WP ৪৭৭৯ (W) হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। যদিও, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে,

এই আদালতের সমন্বয়কারী বেঞ্চ আবেদনকারীকে উক্ত আইনের ধারা ৪৫AA এর অর্থের মধ্যে আপিল দায়ের করার স্বাধীনতা প্রদান করেছিল, তবে আবেদনকারীর অনুরোধে উক্ত আদেশটি সংশোধন করা হয়েছিল, যার ফলে উক্ত আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলি মুছে ফেলা হয়েছিল, তবে আবেদনকারীকে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে রিট আবেদনে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে।

১৪. সংরক্ষিত স্বাধীনতা অনুসারে, আবেদনকারী উক্ত আইনের ধারা ৭৫(১) এর অধীনে ই.আই. আদালতে আবেদন করেছিলেন। বিরোধিতা করে, ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ই.আই. আদালত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, কর্পোরেশনকে কভারেজের বিষয়ে নতুন করে রায় দেওয়ার এবং তারপর অবদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে উক্ত টেন্ডার মামলাটি নিষ্পত্তি করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিল। পূর্বোক্ত আদেশের মাধ্যমে ই.আই. আদালত ২০ জুন, ২০১১ তারিখে উক্ত আইনের ধারা ৪৫AA এর অধীনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তও বাতিল করে দিয়েছিল।

১৫. উপরোক্ত ঘটনার পর ৩ নং উত্তরদাতা একটি নতুন কার্যধারা শুরু করেন এবং তারিখে কার্যধারার শুনানি হয়।নিম্নলিখিত তারিখগুলি নিম্নরূপ।

১০ আগস্ট, ২০১৮	আবেদনকারী হাজির না হয়েও ‘একটি চিঠি’ জমা দিয়েছেন যে, প্রাসঙ্গিক নথিপত্র তৈরির জন্য আরও সময় প্রয়োজন।

২৯শে অক্টোবর, ২০১৮	আবেদনকারী অনুমোদিত কর্মকর্তার সামনে হাজির হন কিন্তু কোনও রেকর্ড উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। তাকে আরেকটি সুযোগ প্রদানের জন্য, শুনানি স্থগিত করা হয়।
২৭ নভেম্বর, ২০১৮	আবেদনকারী তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে হাজির হয়েছিলেন, তবে তিনি কোনও রেকর্ড উপস্থাপন করেননি এবং অন্য একটি তারিখের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	আবেদনকারী উত্তরদাতাদের সামনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তবে,কোন নথি তৈরি করেনি।

১৬. উপরে উল্লেখিত তথ্য অনুসারে, প্রাপ্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে বিবাদী নং ৩, মে ২০০৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ৪১ জন কর্মচারীর জন্য মাসিক ৪,১২৫ টাকা হারে অনুমানকৃত মজুরি নির্ধারণ করতে বাধ্য হন - মোট ৮,৪৫,৬২৫ টাকা এবং অক্টোবর ২০০৬ থেকে এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত ৪১ জন কর্মচারীর জন্য মাসিক ৫,৫০০ টাকা হারে অনুমানকৃত মজুরি ৯৬,৯৬,৫০০ টাকা এবং মে ২০১০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৪১ জন কর্মচারীর জন্য মাসিক ৮,২৫০ টাকা হারে অনুমানকৃত মজুরি ১৬,৯১,২৫০ টাকা।

এইভাবে, মোট অনুমিত মজুরির পরিমাণ ১,২২,৩৩,৩৭৫/- টাকা এবং তার উপর ৬.৫ শতাংশ হারে অবদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৯৫,১৭০/- টাকা। উপরোক্ত নির্ধারণের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে উপরোক্ত পরিমাণ জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। আবেদনকারী উক্ত আদেশ মেনে চলেননি, বরং উক্ত আইনের ধারা ৭৫(১) এর অধীনে ই.আই. আদালতে মামলা দায়ের করেন। নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন এবং পূর্ব জমা মওকুফের আবেদনও দাখিল করা হয়। ২৮শে জানুয়ারী, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ই.আই. আদালত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, শর্তসাপেক্ষে স্থগিতাদেশের আদেশ জারি করতে পেরে সন্তুষ্ট, পরবর্তী তারিখের মধ্যে উক্ত আইনের ধারা ৭৫(২বি) এর অধীনে দাবিকৃত পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দেওয়ার শর্তে। আবেদনকারী এই নির্দেশনা মেনে না চলার পরিবর্তে ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে বর্তমান রিট পিটিশনটি দাখিল করেন।

১৭. আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রী সান্যাল সি. সি. শান্তকুমারের (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করে কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত রেকর্ডের অভাবে এবং প্রকৃত কর্মচারীর সংখ্যা চিহ্নিত না করে ৩ নং উত্তরদাতার ধরে নেওয়া মজুরি নির্ধারণ করা উচিত ছিল না। আবেদনকারী নথিগুলি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলেও, তাঁর কাছে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া উত্তরদাতা ৩ নং উত্তরদাতার দায়িত্ব ছিল।ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে

প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত এবং অনুমানের ভিত্তিতে এগিয়ে না যাওয়া। তবে, আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উক্ত আইনের বিধানগুলি, বিশেষত ধারা ৪৪, নিয়োগকর্তার উপর রিটার্ন জমা দেওয়ার এবং রেজিস্টার বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। উক্ত আইনের ধারা ৪৯৫এ, কর্পোরেশনকে অবদান নির্ধারণের জন্য অনুমোদন দেয়। উপরোক্ত বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য, উক্ত আইনের ধারা ৪৫এ, নীচে পেশ করা হয়েছে।

"[৪৫-ক কিছু ক্ষেত্রে অবদান নির্ধারণ–(১) যেখানে কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে কোন রিটার্ন, বিবরণ, রেজিস্টার বা রেকর্ড জমা, সরবরাহ বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না অথবা ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্পোরেশনের কোন [সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা] বা অন্য কোন কর্মকর্তা ধারা ৪৫ এর অধীনে তার কার্য সম্পাদন বা দায়িত্ব পালনে [যেকোনোভাবে বাধা] দেন, কর্পোরেশন, তার কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, ঐ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় অবদানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে:

[প্রধান বা তাৎক্ষণিক নিয়োগকর্তা অথবা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দেওয়া হলে কর্পোরেশন কর্তৃক এই ধরনের কোনও আদেশ জারি করা হবে না।]

[আরও শর্ত থাকে যে, যে তারিখে অবদান প্রদেয় হবে সেই তারিখ থেকে পাঁচ বছরের বেশি সময়কালের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক এই ধরনের কোনও আদেশ জারি করা হবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ ৭৫ ধারার অধীনে কর্পোরেশনের দাবির যথেষ্ট প্রমাণ হবে অথবা ৪৫-বি ধারার অধীনে ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে এই আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য [অথবা ৪৫-সি ধারা থেকে ৪৫-আই ধারার অধীনে পুনরুদ্ধারের জন্য] যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

১৮. উপরে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে, উক্ত আইনের ৪৫ক ধারায় 'কোনও অনিশ্চিত শর্তে' কর্পোরেশনকে 'কোনও কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় অবদানের পরিমাণ' নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উক্ত আইনের ৪৫ক ধারায়, আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে উক্ত আইনের ৭৫(১) ধারায়, ই.আই. আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়গুলির বিধান দেওয়া হয়েছে।

১৯. স্বীকার করতেই হবে যে, ১০ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের এক আদেশে, ই.আই. আদালত আবেদনকারীকে তার মামলা উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিবাদী নং ৩-এর কাছে মামলাটি ফেরত পাঠায়। আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, শুনানিতে সহযোগিতা করার এবং উপস্থিতি রেজিস্টার, বেতন/মজুরি রেজিস্টার, ব্যালেন্স শিট, বিল, ভাউচার ইত্যাদি সহ প্রাসঙ্গিক নথিপত্র শুনানি অফিসারের সামনে অথবা অফিসারের নির্দেশ অনুসারে উপস্থাপন করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০ জুন, ২০১১ তারিখে উল্লিখিত আইনের ৪৫ক ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশসহ ক্রোকের আদেশও বাতিল করা হয়েছে। এরপর আবেদনকারীকে নথিপত্র উপস্থাপনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বারবার স্থগিতাদেশ গ্রহণের পরেও আবেদনকারী কেবল নথিপত্র উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হননি, বরং আবেদনকারীর পক্ষ থেকে নথিপত্র প্রকাশে ব্যর্থতার জন্য অনুমিত মজুরির ভিত্তিতে প্রদেয় অবদান নির্ধারণের জন্য আদেশ জারি করা হলে, আবেদনকারী আবারও ৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ই.আই. আদালতে এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যা ২০১৯ সালের ৫৭ নং দরপত্র মামলা হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছিল। একই সাথে, ৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার সময়, আবেদনকারী নিষেধাজ্ঞার জন্য একটি আবেদনও দায়ের করেছিলেন, পাশাপাশি পূর্ব-আমানত মকুফের জন্যও আবেদন করেছিলেন।

২০. এই আবেদনের সাথে সম্পর্কিত, ২৮শে জানুয়ারী, ২০২০ তারিখের এক আদেশে, ই.আই. আদালত আবেদনকারীকে দাবিকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, আবেদনকারী যদি এই ধরনের জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উপরোক্ত মামলাটি খারিজ বলে গণ্য হবে। তবে, আমি লক্ষ্য করছি যে, উক্ত আইনের ৭৫(২খ) ধারা, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নরূপ বিধান করে:

<u>ধারা ৭৫ (২বি):-</u>

"[(২-বি) কোনও প্রধান নিয়োগকর্তা এবং কর্পোরেশনের মধ্যে সম্পর্কে কোনও বিরোধ নেই।যে কোনও অবদান বা অন্য কোনও বকেয়া হবে কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান নিয়োগকর্তা দ্বারা উত্থাপিতবীমা আদালত যদি না তিনি কর্পোরেশনের দাবি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে বকেয়া অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ আদালতে জমা করেন

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণে অর্থের পরিমাণ মকুফ বা কমিয়ে করতে পারে এই উপধারার অধীনে জমা করা হবে।]"

২১. উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে, আমার মনে হয় যে, দাবিকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ই.আই. আদালতের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম হয়নি। যেহেতু, ২০২০ সালে উপরোক্ত আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী স্থগিতাদেশ ভোগ করছিলেন, তাই আমার মনে হয় যে, সি.সি. সন্থাকুমার (সুপ্রিম কোর্ট) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, আবেদনকারীকে ই.আই. আদালতের সামনে রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া উচিত, যদি আবেদনকারী দাবিকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ জমা দেওয়ার নির্দেশ মেনে চলেন। একই সাথে, আবেদনকারী দাবিকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ জমা দেননি এই সত্যটিও উপেক্ষা করা যাবে না। অতএব, আবেদনকারীকে তার নিজের ভুলের সুযোগ নিতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

উক্ত আইনের ধারা ৭৫(২খ) অনুসারে, আবেদনকারীকে কর্পোরেশন কর্তৃক দাবিকৃত অর্থের ৫০ শতাংশ জমা দিতে হবে, যদি না তা মকুফ করা হয় বা হ্রাস করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমি ই.আই. আদালতকে এই আদেশের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে মামলাটি শুনানির নির্দেশ দিচ্ছি, আবেদনকারী দাবিকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ জমা দিলে। যদি আবেদনকারী উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূর্ব-আমানতের নির্দেশ মেনে চলেন, তাহলে ই.আই. আদালত আইন অনুসারে নিয়মিত মামলা হিসাবে মামলাটি নথিভুক্ত করে মামলাটি শুনানি করবেন। বিকল্পভাবে, যদি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক এই ধরনের কোনও জমা না দেওয়া হয়, তাহলে কর্পোরেশন তার দাবি বাস্তবায়নের জন্য আইনত উপলব্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২২. রিট পিটিশনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

২৩. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৪. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(রাজা বসু চৌধুরী, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal